অধ্যায় ১৪ : বাউল

বিন্যাসক্রম

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১৪.২ অধ্যায় পরিচিতি
১৪.৩ বাউল : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১৪.৪ 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী'
১৪.৪.১ পদকর্তা লালন শাহ্ ফকির
১৪.৪.২ শব্দার্থ বোধ
১৪.৪.৩ তত্ত্ববিচার
১৪.৪.৪ কৃতিত্ব
১৪.৫ শুধু কি আল্লা বোলে ডাকলে তারে
১৪.৫.১ পদকর্তা ফকির পাঞ্জ শাহ্
১৪.৫.২ শব্দার্থ বোধ
১৪.৫.৩ তত্ত্ব-বিচার
১৪.৫.৪ কৃতিত্ব
১৪.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
১৪.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১৪.৮ অতিরিক্ত পঠন
১৪.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১৪.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি—

- বাংলা লোকগানের একটি জনপ্রিয় গানের অঙ্গ বাউল সম্পর্কে পরিচিত হবেন।
- একটি বিখ্যাত বাউল গান 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী'-র অন্তর্গত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে বাউল সাধনার তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- 'শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে' গানের অর্থ বুঝে বাউল সাধনার মধ্যে যে উদারতার বাণী আছে, সে সম্পর্কে অবহিত হবেন।

১৪.২ পরিচিতি

বাউল গান বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সংগীতের একটি অনন্য ধারা। বাউল সাধকদের ঈশ্বর সাধনার মাধ্যম হচ্ছে এই গান। বাউল গান বাংলার বহুল জনপ্রিয় একটি লোকগান। অথচ তার গূঢ়তত্ত্ব কিংবা সাধনা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা। বর্তমান অধ্যায়ে দু'টি নির্বাচিত গানের মাধ্যমে দু'জন বিখ্যাত বাউল সাধক এবং তাঁদের গানের ধরন সম্পর্কে জানতে পারবেন। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে বাউল গানের মূল ধারার সাথে কিছুটা হলেও পরিচিত হবেন।

১৪.৩ বাউল : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাউল গান বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ। বাংলার বাউল গান একদিকে যেমন শিল্পরসের বিচারে গীতিরসযুক্ত ও প্রতীকধর্মী, তেমনি অন্যদিকে এই সঙ্গীতের পেছনে আছে এক ধরণের আচার আচরণমূলক কৃত্য ও সাধনা।

বাউলদের সাধনার মধ্যে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়, সুফি আওলিয়া সম্প্রদায় এবং শৈবনাথ-ধর্ম, যোগতন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম ও উপধর্মের কায়াসাধনা তত্ত্ব সমন্বিত হয়েছে। বাংলার বাউলদের সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়াদের যোগ বেশি। বাউলরা মনে করেন, এই দেহের মধ্যেই মনের মানুষ, সাঁই (স্বামী), অচিন পাখী, অন্য এক মানুষ বাস করেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যে রাষ্ট্রীয় অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অন্যায়, শোষণ ও অত্যাচার প্রভৃতি মানুষকে। বিপর্যস্ত ও অসহায় করে তুলেছিল, সেই প্রেক্ষাপটে বাউলরা সাম্য, মৈত্রী ও উদার মানসিকতার গান ধরেছেন। বাউল সাধকরা সমন্বয়ের সাধক। মানুষে মানুষে ভেদ তারা স্বীকার করেন না। বাউল গানের শ্রেষ্ঠ সাধক ও গীতিকার লালন শাহ্ ফকির তাঁর জীবন ও গান দিয়ে বাউল গানকে জনপ্রিয় করেন গ্রাম বাংলার সমাজে। অনুমান করা হয়, খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক কিংবা তার আগে থেকেই বাংলায় এ গানের প্রচলন ছিল। লালন শাহ্ ছাড়াও বাউল গানের প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জ শাহ্, সিরাজ শাহ্ এবং দুদ্দু শাহ্।

১৪.৪ 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' লালন শাহ্ ফকির

- **মূলপাঠ :**

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়।।
(আমি) ধরতে পারলে মনবেড়ী দিতাম পাখীর পায়।
আট কুটুরী নয় দরজা আটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা,
তার উপরে সদর কোঠা,

আয়না মহল তায়।।
কপালের ফ্যার নইলে কি আর,
পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা ভেঙে পাখী আমার
কোন বনে পালায়।।
মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে,
কোন দিন খাঁচা পড়বে ধ্বসে
ফকির লালন কেঁদে কয়।

১৪.৪.১ পদকর্তা লালন শাহ্ ফকির

১৭৭৫ সালে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ভাড়ারা গ্রামে লালন শাহের জন্ম। বাবা শ্রী মাধব কর এবং মা ছিলেন শ্রীমতি পদ্মাবতী। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান এবং মায়ের আদরে বেড়ে উঠেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজপতিরা এই লালনকে সমাজচ্যুত করেছিলেন। এই ঘটনা তাকে গভীরভাবে পীড়া দেয়। তখনই সিরাজ সাঁইয়ের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। এই সাধকের সান্নিধ্যে এসে লালন আধ্যাত্মিক চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। যে জাতের কারণে তিনি সমাজচ্যুত হয়েছিলেন, সেই জাতির বিরুদ্ধে তিনি বিরোধ ঘোষণা করেন—

'জাতি না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি
ছুঁসনে বলিয়ে।
লালন কয় জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে।'

মধ্যযুগীয় কুসংস্কার আর ধর্মীয় গোঁড়ামীর উর্দ্ধে উঠে মানুষের ভেতরের মানুষকে জাগাবার জন্য মাঠে-পথে প্রান্তরে গান গেয়েছেন তিনি। সর্বধর্মের মিলনের কথা এবং মানব দেহের মধ্যে ধর্মকে খুঁজে দেখার কথাই তিনি প্রচার করেছেন সারাজীবন।

১৪.৪.২ শব্দার্থ-বোধ

খাঁচার ভিতর অচিন..... পাখীর পায় ---
এখানে খাঁচা বলতে আমাদের মানবদেহকে বোঝা যাচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে এখানে একটি খাঁচা বন্দী পাখির দৃশ্য ফুটে উঠলেও এতে মানবদেহে ঈশ্বর সাধনার এক গুঢ় উপায় বর্ণিত হয়েছে। সাংকেতিক

শব্দ ব্যবহার করে দেহতত্ত্বের মূলকথা উন্মেচিত হয়েছে খাঁচার ভিতর অচিন পাখিটি আসলে শ্বাসবায়ু, দম বা আত্মা। যা প্রতিনিয়ত আসে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমের তার নিত্য আনাগোনা অথচ তাকে ধরে রাখা যায় না। ধরে রাখা গেলে তাকে মনবেড়ি দিয়ে আটকে রেখে সাধনার সমস্ত রহস্য তার কাছে জানতে চাইতেন।

আট কুঠুরী..... আয়না মহল তায়—

খাঁচার আট কুঠুরি মানে হল মানবদেহের মাথার খুলি, ডান-বাম দুই ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী, দুই কিডনি আর কোলন। এই আটটি কুঠুরির সাথে আমাদের মানবদেহে রয়েছে নয়'টি দরজা। দরজা হচ্ছে এমন কিছু যার প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ রয়েছে। যেমন দুই চোখ, দুই নাকের ছিদ্র, মুখ, দুই কানে ছিদ্র, জননাঙ্গ ও পায়ু। ঝরকা শব্দের অর্থ হচ্ছে রন্ধ্র। আর সবচেয়ে উপরে সদর কোঠায় আয়না মহল আছে। এর নিগূঢ় অর্থ হলো, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতিবিম্ব দেখি। যেখানে জীবনের রং রূপ সবটা উন্মোচিত হয়। আত্মার এই উপলব্ধি সাধনা ভিন্ন লব্ধ হয় না।

কপালের ফ্যার... কোনখানে পালায় ?

অনেক মহান পুরুষ তাদের আত্মাকে নিজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আমরা বেশির ভাগই ব্যর্থ। তাই একে কবি কপালের ফ্যার বলেছেন। এই আত্মা বা অচিন পাখি খাঁচা ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে প্রায়ই। তিনি তাকে পেলে সমস্ত কৌতুহল নিরাসন করতেন এবং তাঁর তীব্র জানার আকাঙ্খা একটু কমত।

মন তুই রইলি... ফকির কয়

বাঁচার জন্য যেটুকু দরকার বা তার চেয়ে বেশি কিংবা অপ্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়ার জন্য আমরা খুব ছুটে বেড়াই। কিন্তু এইসব প্রবৃত্তির কথা ভুলে গিয়ে ইল্যুশন থেকে নিজেকে মুক্ত করে যাঁরা আত্মদর্শন পেতে চান তাঁদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এক্ষেত্রে খাদ্য শুধু নয়, হিংসা, লোভ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আমরা নিমজ্জিত হয়ে যাই। মন দেহের আশায় আছে। এই দেহ নিয়ে অনেক গর্ব। অথচ হাড় দিয়ে গঠিত এই দেহ 'কাঁচা বাঁশের খাঁচা' খসে পড়তে পারে।

১৪.৪.৩ তত্ত্ববিচার

বাউল দর্শনের গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে গানটি রচিত। খাঁচা বলতে এখানে মানবদেহের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। যে মানব দেহের চেতনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে মাথার মস্তিষ্ক।

বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, চারপাশে আমরা যা দেখছি, তা কিছু তরঙ্গমাত্র। এই তরঙ্গগুলো ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মিশালে রূপান্তর করে আলো, রঙ, শব্দ এগুলিতে রূপান্তর করে দেয়। এগুলি যখন আমরা দেখি, এই দেখাকে কবি আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এসবই ইল্যুশন। সত্যিকারের আয়নামহল তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁরা সাধনা করে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন।

এখানে এই পাখিটিই হচ্ছে আসল রহস্য বা দম। বাউল দর্শন মতে, এই দম বা রহস্য শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করছে আবার চলে যাচ্ছে। সুতরাং দেহে অচিন পাখি অর্থাৎ আত্মা প্রবেশ করলেও তাকে মনবেড়ি দিয়ে আটকান যাচ্ছে না। সাধনার মধ্য দিয়ে এই রহস্যভেদের আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন কবি। কিন্তু মন আমাদের ইল্যুশনে বেঁধে রাখে। সে শুধু তাঁর মানবদেহ অর্থাৎ খাঁচার তৃপ্তির কথা চিন্তা করে। মানবদেহে শুধু কাঁচা বাঁশ অর্থাৎ হাড় বা অস্তি দিয়ে গঠিত, যা অস্থায়ী। আত্মার মধ্যেই আছে আসল সারবস্তু। যা সাধনা ভিন্ন পাওয়া সম্ভব নয়।

১৪.৪.৪ কৃতিত্ব

লালন শাহ্ ছিলেন একজন মানবতাবাদী সাধক। সমস্ত বর্ণ, ধর্ম, গোত্রের উর্ধ্বে গিয়ে মানবধর্মের জয়গান এবং এই গানের মর্ম মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। লালন শাহের এই গান ও দর্শন অনেক সাহিত্যিক এবং চিন্তাবিদ যেমন রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলামের মতো অনেককে প্রভাবিত করেছিল। লালনের গানগুলোতে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার গানের মাধুর্য ও গভীরতা বৃদ্ধি করেছে। এককথায় বলতে গেলে গানের মধ্য দিয়ে দেহ সাধনার যে তত্ত্ব এবং উদার মানবতাবোধ প্রসার তিনি ঘটিয়েছিলেন, বাংলা লোকগানের ক্ষেত্রে তা এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য ও সম্পদ হয়ে থাকবে।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

(১) বাংলার বাউল গান সম্পর্কে যা জানুন লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)
(২) লালন শাহ সম্পর্কে যা জানুন লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)
(৩) 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' গানটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৫ 'শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে' ফকির পাঞ্জ শাহ্

- **মূলপাঠ :**

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে
পাবি ওরে মন পাগেলা।
যে ভাবে আল্লাতালা বিষম লীলা
ত্রিজগতে করছে খেলা।।
কতজন জপে মালা তুলসী-তলা,
হাতে ঝোলে মালার ঝোলা,
আর কত হরি বলি মারে তালি,
নেচে গেয়ে হয় বাতেলা।।

কতজন হয় উদাসী, তীর্থবাসী,
বক্কাতে দিয়াছে মেলা,
কেউ বা মসজিদে বসে তাঁর উদ্দেশে
সদায় করছে আল্লা আল্লা।।
স্বরূপে মানুষ মিছে, স্বরূপ দেশে
বোবায় কালায় নিত্য লীলা।
স্বরূপের ভাব না জেনে চামর কিনে
হচ্ছে কত গাজীর চেলা।।
নিত্যসেবায় নিত্যলীলা চরণমালা,
ধরা দিবে অধরকালা,
পাঞ্জ তাই ক'রে হেলা ঘটল জ্বালা
কি হবে নিকাশের বেলা।

১৪.৫.১ পদকর্তা ফকির পাঞ্জ শাহ্

১৮৫১ সালের শ্রাবণ মাসে যশোহর জেলার শৈলকুপা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে ফকির পাঞ্জ শাহ্ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খাদেমালী খোন্দকার সাহেবের তিনি ছিলেন একমাত্র পুত্র। মাত্র পনের-ষোল বৎসর বয়সে গোঁড়া ভাবনায় পিতার চক্ষুর আড়ালে বাংলা ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তৎকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বসবাস করতেন। সুফীতত্ত্ববিদ এবং হিন্দু সাধুরা মিলেমিশে তখন বৈষ্ণব ধর্মের, বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ইসলামের সুউচ্চ তত্ত্ব সমূহ আলোচনা করতেন। তাঁর পিতা এসব পছন্দ করতেন না। তাই পিতার মৃত্যুর পর তিনি কেলাফত (বৈরাগ্যবস্ত্র) ধারণ করেন। এবং দেশদেশান্তরে তাঁর শিষ্য বর্ধিত হতে থাকে। বাংলা বাউল গানের ক্ষেত্রে ফকির পাঞ্জ শাহ্ একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

১৪.৫.২ শব্দার্থবোধ

শুধু কি আল্লা... ত্রিজগতে করছে খেলা

আল্লা অর্থাৎ ঈশ্বর। শুধু যে আল্লাকে নাম ধরে তাকে পাওয়া যায় না, এই কথাই গানের এই প্রথম পংক্তিতে বোঝান হয়েছে। কেননা ঈশ্বরের লীলা বিষম লীলা। এই ত্রিভুন জুড়ে তাঁর যে লীলাখেলা চলতে থাকে তা'তে তাঁকে এত সহজে পাওয়া সম্ভব নয়।

কত জন জপে মালা... হয় মাতেলা।

ঈশ্বরকে ডাকতে গিয়ে কতজনে তুলসী তলায় মালা জপেন,নামজপ করেন। আবার কেউ বা হরি হরি বলে হাতে তালি দিয়ে মাতোয়ারা হন।

কত জন হয় উদাসী... করছে আল্লা আল্লা

আবার কেউ কেউ ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে পেতে গিয়ে সন্ন্যাসী হন, তীর্থে চলে যায়। কেউ কেউ মক্কা-মন্দির-মসজিদে আল্লা আল্লা বলে প্রতিদিন তাঁর আরাধনা করছেন।

স্বরূপ মানুষ মিছে... কত গাজীর মেলা

মানুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপ না বুঝে বোবা-কালা মূর্তির নিত্য লীলায় মত্ত হন। স্বরূপের আসল রহস্য না বুঝে চামর কিনে গাজীর মেলা বসান হয়।

নিত্যসেবায় নিত্যলীলা... নিকাশের বেলা

ফকির পাঞ্জ শাহ্ ঈশ্বরের নিত্যলীলার সেবায় অবহেলা করেন বলেই অঘটন ঘটে। তিনি বাইরের মূর্তি সাধনায় না গিয়ে অন্তরের স্বরূপ বুঝে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চান। কিন্তু তিনি নিজেও জানেন না হিসাব-নিকাশের সময় কী হবে?

১৪.৫.৩ তত্ত্ববিচার

আলোচ্য গানটিকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতে হয় ঈশ্বর উপাসনার বাহ্যিক আতিশয্যকে পাঞ্জ শাহ্ এখানে আপত্তি জানিয়েছেন। না-জপ, মন্দির-মসজিদ, পুজো-আচ্ছার মধ্যে যে সত্যিকারের ঈশ্বর বাস করেন না, একথাটিকে এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন পদকর্তা। ঈশ্বর বিশ্বাস এবং সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, ঈশ্বরকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা।

১৪.৫.৪ কৃতিত্ব

ফকির পাঞ্জ শাহ্ ছিলেন লালন পরবর্তী বাউল সাধকদের মধ্যে অন্যতম। লালনের পরেই বাংলা লোকগানে পাঞ্জ শাহ্ উল্লেখযোগ্য জায়গা জুড়ে রয়েছেন। তাঁর গানগুলির মধ্য দিয়ে এক অসাম্প্রদায়িকতার একটি বার্তা উঠে এসেছে। ধর্মের অসারতা এবং মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা এই ছিল তাঁর কৃতিত্ব। লালনের মতো তাঁর রচিত গান সর্বত্র পাওয়া যায়।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। পাঞ্জ শাহ সম্পর্কে যা জানুন লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

২। 'শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে' গানটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

১৪.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

যে দু'টি গানের কথা এখানে উল্লেখ করা হল তা বাংলা বাউল গানের দু'টি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। প্রথম শাখাটিতে বাউল সহজিয়া সাধকদের গূঢ়তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় গানটিতে ঈশ্বরের স্বরূপ না বুঝে মিথ্যে সাধনায় যে ঈশ্বর লাভ সম্ভব নয়, একথাই বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বোঝান হয়েছে।

১৪.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- লালন ফকিরকে বাংলার বাউল সম্রাট বলা হয়।
- বাউল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হল কুষ্টিয়া, যেখানে বাউল গানের প্রবক্তা লালন শাহের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলায় বাউলদের সঙ্গীতচর্চা আজও বহমান।

১৪.৮ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ
- উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৩৬৪ বং); বাংলার বাউল ও বাউল গান; কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

১৪.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: বাউল গান বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ।.....সেই প্রেক্ষাপটে বাউলরা সাম্য, মৈত্রী ও উদার মানসিকতার গান ধরেছেন। .....লালন শাহ্ ছাড়াও বাউল গানের প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জ শাহ্, সিরাজ শাহ্ এবং দুদ্দু শাহ্। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: ১৭৭৫ সালে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ভাড়ারা গ্রামে লালন শাহের জন্ম।.....সর্বধর্মের মিলনের কথা এবং মানব দেহের মধ্যে ধর্মকে খুঁজে দেখার কথাই তিনি প্রচার করেছেন সারাজীবন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: এখানে খাঁচা বলতে আমাদের মানবদেহকে বোঝা যাচ্ছে। .....খাঁচার আট কুঠুরি মানে হল মানবদেহের মাথার খুলি, ডান-বাম দুই ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী, দুই কিডনি আর কোলন।..... অনেক মহান পুরুষ তাদের আত্মাকে নিজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।..... বাঁচার জন্য যেটুকু দরকার বা তার চেয়ে বেশি কিংবা অপ্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়ার জন্য আমরা খুব ছুটে বেড়াই।.....অথচ হাড় দিয়ে গঠিত এই দেহ 'কাঁচা বাঁশের খাঁচা' খসে পড়তে পারে।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: ১৮৫১ সালের শ্রাবণ মাসে যশোহর জেলার শৈলকুপা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে ফকির পাঞ্জ শাহ্ জন্ম গ্রহণ করেন। ..... বাংলা বাউল গানের ক্ষেত্রে ফকির পাঞ্জ শাহ্ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: শুধু যে আল্লাকে নাম ধরে তাকে পাওয়া যায় না, এই কথাই গানের এই প্রথম পংক্তিতে বোঝান হয়েছে।..... আবার কেউ কেউ ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে পেতে গিয়ে সন্ন্যাসী হন, তীর্থে চলে যায়।..... কিন্তু তিনি নিজেও জানেন না হিসাব-নিকাশের সময় কী হবে? -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

? ১৪.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' গানটির মূলভাব বুঝিয়ে লিখুন।
২। 'শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে' গানটিতে ফকির পাঞ্জ শাহ্ বক্তব্য বুঝিয়ে লিখুন।
৩। বাউল গীতিকার লালন শাহ ফকিরের কৃতিত্ব বিচার করন।
৪। পাঞ্জ শাহ্ ফকিরের কবি কৃতিত্ব বিচার করুন।

*** *** ***